যুগান্তর

FEB. 0 4 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ...7...

ভুলে ভরা নোট বই

সকল অভিভাবক ও স্কুল শিক্ষকেরই জানা যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বা গাইড বই নিষিদ্ধ। তাহার পরও গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ঢাকার বই বাজারে অসংখ্য নোট-গাইড বিক্রয় হইতেছে। যে সকল প্রকাশনা সংস্থা নোট কিংবা গাইড প্রকাশ করিতেছে সেখানে যে ঠিকানা ব্যবহৃত হইতেছে, সেইগুলি যেমন ভুয়া তেমনি যে সকল শিক্ষক নামীয় রচয়িতা এই কর্মে নিয়োজিত, তাহারাও ভুয়া শ্রেণীর। যে জ্ঞানের আলোকমালা নামের সহিত জুড়িয়া নোট-গাইড বাজারজাত করা হইতেছে, তাহা এতটাই নিম্নমানের যে, যাহারা ওই গাইড-নোট ব্যবহার করিয়া জীবনের শিক্ষাকে সাফল্যের মণিকোঠায় লইয়া যাইতে চায়, তাহাদের সেই আশা কোনদিনই পূরণ হইবে না। কারণ নোট-গাইডগুলি ভুল তথ্য, ভুল উপাত্তে ঠাসা। পুলিশের নাকের ডগায় বসিয়া প্রকাশ্যে নোট আর গাইড বইয়ের বেআইনি প্রকাশনার ব্যবসা কেমন করিয়া করিতেছে তাহা সত্যই রহস্যজনক। ১৯৮০ সালের ৯ এপ্রিল প্রকাশিত গেজেটের ১২ নম্বর আইনের ৩ ধারায় প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত টেক্সট বইয়ের নোট ও গাইড প্রকাশ নিষিদ্ধ। এই আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সাত বৎসরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধানও রাখা হইয়াছে।

এই বিস্ময় কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারিবেন না কি জাদু বলে এমন প্রকাশ্যে আইন অমান্য চলিতেছে? শুধু তাহাই নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গাইডের মাহাত্ম্য বর্ণনাসহ টিভিতে, রেডিওতে এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতেছে। প্রশ্ন হইল বেআইনিভাবে প্রকাশিত গাইডের বিজ্ঞাপন কি করিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সম্প্রচার করা হয়? দেশের জেলা, থানা সদরগুলিতেও গাইড বিক্রয় হইতেছে। হয়তো কোন পুলিশও স্কুলের শিক্ষকের পরামর্শ ও নির্দেশে 'অবৈধ' বই কিনিতেছে। কেননা তাহাদের অনেকেরই সন্তান স্কুলে পড়াশোনা করিতেছে। স্কুলের শিক্ষকগণ জানেন যে, গাইড নিষিদ্ধ, তাহার পরও তাহারা কিংবা তাহাদের সহকর্মীগণ গাইড রচনা কিংবা গাইড ব্যবহারের পরামর্শ দিতেছেন। মনমানসিকতায় এই যে নৈতিক-খরা শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান, উহার খেসারত দিতেছে শিক্ষার্থীরাই। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দিন দিন আমাদের স্কুল শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তি, মেধা ও মনন বিকাশের মান নিম্নগামী। এই নিম্নগামিতা যে জাতির ভবিষ্যৎকে এক নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর এই জন্য দায়ী গাইড-নোট প্রকাশকগণ, সেইগুলির রচয়িতা এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ।

এই তিন পর্যায়ের লোকেরাই জানেন নোট-গাইড রচনা, প্রকাশ, বিক্রয়, বিতরণ, বাজারজাতকরণ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। অপরাধ কর্ম জানা সত্ত্বেও ওই মহল সক্রিয় থাকিয়া কোটি কোটি টাকা রোজগার করিয়া লইতে সাহসী হইয়াছে আইনের প্রয়োগ নাই বলিয়া। এই আইনের কঠোর ও সঠিক প্রয়োগ ঘটিলেই কেবল নোট ও গাইড ব্যবসা বন্ধ হইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে, পুলিশ গত কুড়ি বৎসরে 'অবৈধ' প্রকাশনার জন্য নকল নাম-ঠিকানার প্রকাশকদের নিকট হইতে কম টাকা খায় নাই। এই জন্য আইন প্রয়োগে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হইবে পুলিশকে। মনে রাখিতে হইবে, এই কর্মের সহিত দেশের জ্ঞানচর্চার, মনন সমৃদ্ধির যোগ রহিয়াছে।